এরা কি
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের
কলঙ্ক নয়?

সাইফুল্লাহ আল-হানাফী

এরা কি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কলঙ্ক নয়?

সাইফুল্লাহ আল-হানাফী

প্রকাশকাল

অক্টোবর- ২০২০

সফর, ১৪৪২

ভাদ্র, ১৪২৭

মূল্যঃ ১৫/-

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহীল কারীম

কড়া সুন্নি ও রেজভীরা একই প্লাটফর্মে তাদের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার কখনো কখনো একদল অন্য দলকে বিদআতী, শয়তানের দোসর ইত্যাদি ফতওয়া দিয়ে থকেন। যেমন মাওলানা আনওয়ারী রেজভী সাহেব মাওলানা আব্দুল জলিল সুন্নি (সিএসপি), শেরে বাংলা আজিজুল হক সাহেব এবং শেখ আব্দুল করিম সাহেবের পীর ও মুরশিদ আবিদ শাহ প্রমূখ আলিমগণকে 'খেদমত' পত্রিকায় বিদআতী, শয়তানের দোসর ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করেছেন। মাও. আব্দুল জলিল সুন্নি সিএসপি সাহেব ও তার সহযোগীদেরকে হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারী ও দাঁড়িকাটা পীরের মুরীদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। তাদের অপরাধ হলো তারা আনওয়ারী রেজভী সাহেবের ফতওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তাদের বক্তব্য থেকে আমরা ইহা প্রমাণ করবো, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এসব ফিতনাবাজদের অপ-প্রচার থেকে রক্ষা করুন। আ-মীন।

কড়া সুন্নি (রেজভী আলিমগণ) তাদের মুরব্বিদের সাথে মাসআলা মাসাঈলের ইখতেলাফ হলেই তাদেরকে কত অশালীন ভাষায় গালি-গালাজ করতে পারেন তা জানতে হলে তাদের বই-পুস্তক পড়া আবশ্যক। এটা অবশ্য তাদের দলীয় আদর্শ। আমাদের বইটিতে তাদের 'খেদমত' নামক ম্যাগাজিন থেকে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর তুলে ধরছি। এ ছাড়া 'হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে ওয়াহাবী বানানোর লাভ-ক্ষতি' নামে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিতথ্য সম্পর্কে কড়া সুন্নীদের পরস্পর বিরুধী বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বইটি পাঠ করলে তাদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

সাইফুল্লাহ আল-হানাফী

খুতবার আযান কোথায় দেয়া হবে

রেজভীদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো- তাদের স্বার্থবিরোধী কোন হক কথা বলে ফেললে তারা আপন দলের মুরব্বিদের সাথেও বেয়াদবী করেন। কেননা রেজাখানী মুরব্বিরা প্রতিপক্ষ বুযুর্গানে কিরামের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করতেন। এখানে আমরা নিজেদের বুযুর্গদের সাথে রেজভীদের বেয়াদবীর কিছু নমুনা তুলে ধরছি-

সকলেরই জানা আছে যে, মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব (সিএসপি) রেজভী দলের লোকদের কাছে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। তাকে রেজভীদের সিপাহসালারও বলা যায়। তিনি কড়া সুন্নিদের দু'দলের কাছেই অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। ১৯১০ ইং সনে ছাপানো আহমদ রেজা খান সাহেবের লিখিত কুরআন শরীফের তরজমাগ্রন্থ 'কানযুল ঈমান' এর অনুবাদে যারা অভিমত প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন আব্দুল জলিল সাহেব। তার লিখিত অভিমতের শিরোনামে কানযুল ঈমানওয়ালারা তার নাম লিখেছেন **উস্তাযুল উলামা অধ্যক্ষ কারী হাফিজ মাওলানা এম এ জলিল (মুদ্দা যিল্লাহুল আলী)**

মোটকথা, তিনি রেজাখানীদের অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব। আব্দুল জলিল সাহেব তার 'সুন্নি বার্তা' পত্রিকায় জুম'আর নামাযের দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভেতরে দেয়ার পক্ষে ফতওয়া প্রদান করেন। এ ফতওয়ার কারণে তারই দলের আরেকজন আলিম 'খেদমত' নামের একটি ম্যাগাজিনে তার প্রচুর সমালোচনা করেছেন। এমনকি তার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরও জঘন্য হামলা করেছেন। আমরা প্রমাণস্বরূপ উক্ত ম্যাগাজিনের প্রয়োজনীয় তথ্য হুবহু নিচে তুলে ধরছি-

মাওলানা হাবিবুর রহমান আনওয়ারী সম্পাদিত খেদমত পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অনুলিপি নিম্নে পেশ করা হলো।

আঞ্জুমানে খেদমতে ইসলাম বাংলাদেশ -এর মুখপত্র

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক:
মাওলানা হাবিবুর রহমান আনওয়ারী ফেরদৌসী
সভাপতি, আঞ্জুমানে খেদমতে ইসলাম বাংলাদেশ

সহ সম্পাদক:
মোহাম্মদ মহসীন
মোহাম্মদ মহসীন মজুমদার

সার্বিক সহযোগিতায়:
মোহাম্মদ আহাদ মিয়া (যুক্তরাজ্য প্রবাসী)
এম. আহমদ চৌধুরী- যুক্তরাজ্য প্রবাসী
এম. আকমল হোসেন খান- যুক্তরাজ্য প্রবাসী
খালিদ বিন গাফ্ফার খান- ঢাকা।

অফিস নির্বাহী সম্পাদক:
হাফেজ মাওলানা মশিউর রহমান

বিজ্ঞাপন ও সেলস ম্যানেজার:
মোহাম্মদ আল- আমীন সেলিম

প্রকাশনা ও প্রচারে:
আঞ্জুমানে খেদমতে ইসলাম বাংলাদেশ
মাদারটেক বাজার বড় মসজিদ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল: ০১৭১৫১১৭২৪৯

কম্পিউটার কম্পোজ:
মো: কামাল উদ্দিন, মো: হান্নান শাহ, মো: তোফাজ্জল হোসেন

মুদ্রণে: ফেমাস প্রিন্টার্স ৯৮ আরামবাগ

প্রকাশকাল: ৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী
১১মে, ২০০৮, ২৮ বৈশাখ ১৪১৫

প্রাপ্তিস্থান: মাদারটেক বাজার বড় মসজিদ
ঢাক-১২১৪, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১৫১১৭২৪৯

Madartek Bazar Boro Masjheed
Dhaka-1214, Bangladesh
Mobile: 01715117249

হাদিয়া: ১৭ টাকা

সূচীপত্র:"

১। সম্পাদকীয়	২
২। আঞ্জুমানে খেদমতে ইসলাম বাংলাদেশ এর পরিষদের তালিকা	৩
৩। আঞ্জুমানে খেদমতে ইসলাম বাাংলাদেশ এর সঙ্গীত	৪
৪। ইশারেছে চান্দ চির দিয়া-	৫
৫। কোরআনের আলোতে	৬
৬। হাদীসের আলোকে-	৮
৭। আউলিয়াদের কথা-	৯
৮। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী	১০
৯। জছনে জুলছে ঈদে মিলাদুন্নবী-	১৩
১০। মনীষীদের দৃষ্টিতে রাসুলে আকরাম	১৪
১১। কোন নবী কোন নামাজ পড়েছেন-	১৫
১৬। বাণী-	১৬
১৭। প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৮
১৮। ইসলামী কবিতা-	৩৮
১৯। বার্ষিক অনুষ্ঠান সূচী-	৩৯
২০। খেদমত এজেন্ট ঠিকানা-	৪০
২১। ইসলামী ধাঁধা-	৪৩
২২। জানার আছে মানার আছে-	৪৪

মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেবের ফতওয়া যা উক্ত ম্যাগাজিনে তুল ধরা হয়েছে-

প্রশ্ন: হুজুর, জুমার সানী আজান মসজিদের বাইরে দেয়াটা সঠিক, না ভিতরে মিম্বরের পার্শ্বে দেয়াটা সঠিক? মাওলানা আব্দুল জলিল সুন্নি বার্তায় লিখেছেন, ভিতরে দেয়াই সঠিক। এ ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত কি?

ইতি, মহিউদ্দীন মোল্লা, বেলেডাংগা, সাতক্ষীরা

প্রশ্ন: মাওলানা আকবর আলী রেজভী, মাওলানা আবু সাঈদ পেশোয়ারী আরও অনেক বড় বড় আলেমগণ বলেন, মসজিদের ভেতরে অজান দেয়া নাজায়েজ, মাকরূহে তাহরিমী। মৌ: বখতিয়ার ১০৪ নং সুন্নি বার্তায় লিখেছেন- আজান বাহিরে সঠিক নয়, মসজিদের ভিতরে মিম্বরের পার্শ্বে দিতে হবে। আসলে কোনটি সঠিক? কুরআন কিতাবের আলোকে সঠিক জবাব চাই।

ইতি, রোকন উদ্দিন হাজারী, নলভোগ, টংগী, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ১৮।

জুমার সানী আজান মসজিদের বাহিরে সঠিক হলে মানুষ বেশীরভাগ মসজিদের ভিতরে দেয় কেন? ইতি, মাসুদ হোসাইন কাদেরী, মদারটেক, ঢাকা-১২১৪

ইকবাল, লন্ডন, ইংল্যান্ড

জুমার সানী আজান মসজিদের ভিতরে না বাহিরে? শরীয়তের আলোকে জবাব দিবেন। (খেদমত পৃষ্ঠা: ১৯)

মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেবের 'সুন্নি বার্তা' পত্রিকায় বর্ণিত খুতবা সম্পর্কিত ফতওয়া ও আনওয়ারী সাহেরে জবাব 'খেদমত' পত্রিকা থেকে তুলে ধরা হল-

সুন্নি বার্তায় আব্দুল জলিল সহেবের ভুল ফতওয়া

প্রশ্ন: জুম্মার খুৎবার আযান কেউ দিচ্ছে মসজিদের দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়া। আবার কেউ দিচ্ছে মসজিদের বাহিরে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া। এই ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা দিলে উপকৃত হব। গোলাম মো: আ: কাদির, গ্রাম-পূর্ব পাকুড়িয়া, থানা- চুনারুঘাট, জেলা- হবিগঞ্জ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর: মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে ও মিম্বরের সামনে সানী আজান দেওয়া সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা: আলমগীরী ও হেদায়াসহ সমস্ত ফিকাহর কিতাবে এরূপই উল্লেখ আছে। ইহাই চার মাযহাবের উল্লেখযোগ্য ফতওয়া। ফতওয়া আলমগীরীর 'শারায়েতুল লিল খুতবা' অধ্যায়ে হানাফী মাযহাবের ইমাম তাহাভী (র.)-এর বরাতে লিখেছেন- ''ইমাম তাহাভী বলেন- যে আযানটি (ছানী আযান) মিম্বরের নিকট দেয়া হয় ঐ সময় মসজিদে জলদি গমণ করা ওয়াজিব এবং বেচা কেনা করা মাকরূহে তাহরীমী বা হারাম।" ইমাম তাহাভী হানাফী মাযহাবের বড় ধরণের ইমাম। আর ফতওয়ায়ে আলমগীরী ৭০০ মুফতি দ্বারা লিখিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য ফতওয়ার কিতাব। সুতরাং ফতওয়ায়ে আলমগীরীর উপর আমল করতে হবে।

ফিকাহর কোন কিতাবেই দরজার সামনে আযান দেয়ার উল্লেখ নেই। সানী আযান ছাড়া বাকী সব আযান মসজিদের বাইরে দেওয়া সুন্নাত। তাই জুম্মার প্রথম আযান বাইরে

দেওয়া হয়। অন্যান্য আযান এবং জুম্মার সানী আযানের হুকুম এক নয়। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম), হযরত আবু বকর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এবং হযরত ওমর (রাদ্বিআল্লাহু আনহু) এর যুগ পর্যন্ত যখন জুম্মার এক আযান ছিল, তখন মসজিদের দরজায়ই উক্ত আযান দেওয়া হতো। তখন উহার নাম সানী আযান ছিল না, বরং আউয়াল আযান বলা হতো। যখন সানী হয়ে গেল তখন থেকে ভিতরে দেওয়া শুরু হল। হাদীসের প্রকাশ্য এবারতই তার প্রমাণ। এই প্রথা চার মাযহাবের পূর্ব হতেই চালু হয়েছে। কোন মাযহাবের ইমামই ইহার বিরোধিতা করেননি। কাজেই ইহা চার মাযহাব সম্মত ইজমায়ে ছুকুতি হয়ে যায়। বর্তমানে দরজায় সানী আযান নিয়ে সমাজে ফিতনা দেখা দিয়েছে এবং সুন্নী সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার পূর্ণ আশংকা বিদ্যমান। তাই এই পদক্ষেপ না নেওয়াই উত্তম। সারা পৃথিবীতে সানী আযান ভিতরে দেওয়া হয় ফিকাহ অনুসরন করে। ইহা পরিবর্তন করতে গেলে ১৪০০ বৎসরের ভিতরের আযান নিয়ে আইনগত জটিলতা দেখা দিবে। সারা পৃথিবীর মানুষ সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা অনুসরণ করছে।
আল্লামা শেরে বংলা আজিজুল হক, আল্লামা আবিদ শাহ (র.) সহ বিজ্ঞ সুন্নী ওলামায়ে কেরামগণ সানী আযান ভিতরেই দিতেন এবং ফিকাহর মাছআলা তথা সুন্নাতে মুতাওয়ারিছা ও ইজমায়ে ছুকুতির উপর আমল করতেন। আমাদের উচিত নতুন ফিতনা সৃষ্টি না করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পুরাতন সুন্নাত অনুসরণ করে সানী আযান ভিতরেই দেওয়া। এতে চার মাযহাবের ইমামদের সমর্থন রয়েছে। যেমন ইমাম পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন- সানী আযান মিম্বরের নিকট হতে হবে। আমরা মুকাল্লিদ ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আমরা শুধু আহলে হাদীস নই। তার মাছআলাই নির্ভরযোগ্য। পৃষ্ঠাঃ ১৯

আনওয়ারী সাহেব কর্তৃক আব্দুল জলিল সাহেবের ফতওয়ার জবাব

আব্দুল জলিল সাহেবের ফতওয়ার জবাবে 'খেদমত' ম্যাগাজিনের সম্পাদক সাহেব শেরে বাংলা আজিজুল হক ও মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেবের বিরুদ্ধে যে কটুক্তি করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-
আল্লামা আবিদ শাহের সাথে বখতিয়ার গংদের দা-কুমড়া সম্পর্ক, কিন্তু এখানে দলীয়ভাবে বিজয়ী হওয়ার জন্য তাদেরকেও ওকালে তুলে নিয়েছে। ঠিক আছে, আল্লামা আবিদ শাহ, শেরে বাংলা কি শরীয়তের দলীল? ওনারা কি সাহাবা? তাবেয়ী? তাবে তাবেয়ী? মাজহাবের ইমাম? মুজতাহেদ? মুজাদ্দেদ? শরীয়তের কি? ওনারা শরীয়তের কিছুই না। ইমাম তাহাভী হাদীস বিশারদ, তার কথাই নির্ভরযোগ্য। যেখানে খোদ হাদীসের মালিক থেকেই প্রমাণ আজান মসজিদের দরজায় সুন্নাত, সেখানে হাদীস বিশারদের কি প্রয়োজন? হাদীস শরীফের আমল করলেই মানুষ আহলে হাদীস হয়ে যায়? হযরত ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেছেন- সহী হাদীসই আমার মাজহাব। আমার রায়েরে বিপরীতে যদি সহী কোন হাদীস শরীফ পাওয়া যায় তবে আমার রায় পরিহার করে হাদীস শরীফের উপরই আমল করবে। বখতিয়ার গং হাদীস

শরীফকে এনকার করতেছে। (নাউজুবিল্লাহ)। হিসাম বিন মালেক মারওয়ানীর ওরা এত ভক্ত কেন? ওদের মারওয়ানীর প্রতি এত মহব্বত। যেমন মনে হয় শালা দুলা ভাই সম্পর্ক। আমি গত মাসে সাতক্ষীরা, শ্যামনগর এলাকায় সফরে গিয়েছিলাম। হাফেজ বেলাল ও মৌঃ আঃ আজিজ নামে দইজন সুন্নীবার্তার ভক্ত ক্ষিপ্ত হয়ে আমার সহিত তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ওদের কথা ছিল মাওঃ আঃ জলিল সাহেবতো বড় আলেম। আমরাতো তাকে ফেলে দিতে পারি না। আমি বললাম আবু দাউদ শরীফে আছে দরজায় আজান। ওরা বলল, আমরাতো আহলে হাদীস নই যে, হাদীসের উপর আমল করব? আমি বললাম মাজহাব কি হাদীস ব্যতিত? কুরআন ও সহী হাদীসের নির্যাসই তো মাজহাব। (খেদমত, পৃষ্ঠাঃ ২৬)

সহী হাদীসের উপর আমল করলে মানুষ আহলে হাদীস হয় না। ওরা বার বার বলতেছিল, আঃ জলিল সাহেব বড় আলেম। আমি বললাম- বড় আলেম কোন দলিল নয়। শয়তানও তো বড় আলেম? দলিল হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। কিতাব কি বলে? ওরা বলল, কিতাব মানতে গেলে তো আমাদের দল ভেঙ্গে যায়, বাপ দাদা, খানকা, পীর সবই বাদ হয়ে যায়। আমি বললাম- করআন হাদীসের আলোকে যদি টিকে তাহলে টিকবে, বাদ হলে বাদ হয়ে যাবে। বড় আলেমের কথায় কুরআন হাদীস কিতাব দলিল বাদ দিবেন? সারা জীবন ভুলেই থাকবেন? সংশোধর হইবেন না? শুনেন, বৃটিশ আমল থেকে ঢাকা বানান লেখা হচ্ছে এভাবে-Dacca এ যাবৎ কত প্রফেসর, কত ডক্টর, কবি-সাহিত্যিক, লেখক অতিবাহিত হয়েছে। কারো চোখে ধরা পড়েনি। এরশাদ আমলে ঢাকা ভার্সিটির একজন ছাত্র এ ভুলটি ধরেছে। ছাত্র ধরেছে, তাই বলে কি আমরা সংশোধিত হই নাই? ভুল থেকে সংশোধিত হওয়ায় তো দোষের কিছুই নাই। বরং এটা প্রশংসার বিষয়। বর্তমানে আমরা ঢাকা বানা এভাবে লিখি- Dhaka (খেদমত, পৃষ্ঠাঃ ২৬)

পাঠক! লক্ষ করুন, আব্দুল জলিল সাহেবের প্রদত্ব ফতওয়া উক্ত ম্যাগাজিনের সম্পাদক মাওলানা হাবিবুর রহমান আনওয়ারী ফেরদৌসী সাহেবের খাহেশ অনুযায়ী না হওয়ায় তিনি তার পূর্বসুরী রেজাখানী আলিম আবিদ শাহ, মাওলানা আবদুল জলিল এবং কড়া সুন্নিদের অত্যন্ত আস্থাভাজন আলিম শেরে বাংলা আজিজুল হক সাহেব এর ইলমকে শয়তানের ইলমের সাথে তুলনা করে তাদেরকে বিদআতী সাব্যস্থ করেছেন। ওয়াহাবী লা-মাযহাবীদের মতো ইমাম আবু হানিফা (র.) এর একটি উক্তির অপব্যাখ্যা দিয়ে রেজা খানের ইজমা বিরোধী ফতওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করেছেন।

মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব তার 'সুন্নিবার্তা'র ১০৪ নং সংখ্যায় জুমআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতরে দেয়ার জন্য যে ফতওয়া দিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে 'খেদমত' ম্যাগাজিনের সম্পাদক আনওয়ারী সাহেব তার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর যে জঘন্য হামলা করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো-

যার খায়, তারা তারই পান করে আবার তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দুর্গ গড়ে- এমন নোংরা খাদক মুনাফেক বটে। এরা কেউই আলা হযরতের ছিলছিলা ভুক্ত নয়। এজন্যই এরা আলা হযরতের মাছয়ালাও মানে না। 'আলা হযরত কনফারেন্স' করেন নিজস্ব

পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে আর ব্যবসায়িক সুবিধা, চান্দা, টাকা পয়সা উসুলের সুবিধার্থে। বখতিয়ার সম্পর্কে আমি পুরোপুরি কনফার্ম না, তবে আল্লামা সম্পাদক সম্পর্কে আমি কনফার্ম। একদিন আমার কাছে মাওঃ মুবারক এসে বলেন, আমি আর মাওঃ আঃ জলিল সাহেব খেলাফত নামা লিখে লইছি। আমি বললাম খেলাফত তো লিখে লওয়ার জিনিস না, খেলাফত তো মনোয়ন হয় মদিনা শরীফ থেকে। আপনারা কিভাবে লিখে নিছেন? মুবারক বলল, ইউসুফ জিলানী সাহেবের কাছ থেকে লিখে নিছি? আমি বললাম কোন ইউসুফ জিলানী? বলল, বাগদাদ শরীফের খাদেম। আমি বললাম ইউসুফ জিলানী সাহেবেতো ক্লিন সেভ করেন, পেন্ট কোর্ট টাই পড়েন? ওনার মধ্যে তো সুন্নত নাই?

মুবারকঃ অসুবিধা নাই, ইনিতো বাগদাদ শরীফের খাদেম। বাগদাদ শরীফের খাদেম হলে কি সুন্নত লাগে না? আপনারা কি করবেন? পীরের খাছলত তো মুরীদের মধ্যে থাকতে হয়? আপনারা ফানা ফিশ শায়েখ কিভাবে হাসেল করবেন?

মুবারকঃ এজন্য কোন অসুবিধা নাই।

আমি প্রশ্ন করলাম আচ্ছা খেলাফত কিভাবে লিখে লইলেন?

মুবারকঃ ইউসুফ জিলানী সাহেবের পাসপোর্ট নিয়ে লুকাইয়ে রেখে দিয়েছি। যখন আমার কাছে পাসপোর্ট চাইছেন তখন আমি বলছি আগে মাওঃ আঃ জলিল সাহেব ও আমারে খেলাফত নামা লিখে দিলে পরে পাসপোর্ট দিব। পাসপোর্ট না পাইলে দেশে যাবেন কি করে? তখন বাধ্য হয়ে আমারে ও আঃ জলিল সাহেবকে খেলাফতনামা লিখে দিয়েছেন।

বন্ধুগণ! এভাবে খেলাফত লওয়াটা কি ঠিক আছে? এটা কি হাইজ্যাক বা ছিনতাইয়ের মধ্যে গণ্য হয় না? যাক, সেইদিকে আর গেলাম না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাত বাড়াইতে চাইনা। যার যার হিসাব সে দিবে। আমাদের কথা ছিল 'সুন্নী বার্তা' নাম দিয়ে কাজ করছে অসুন্নীরা। সুন্নীগণের ইমাম, মুজাদ্দেদ আলা হযরতের ফতুয়ার বিরুদ্ধে লিখতেছেন। আলা হযরত কি ভুল ফতুয়া দিয়েছেন? যে সংখ্যায় আপনারা আলা হযরতের ফতুয়ার বিরুদ্ধে লিখেছেন, সে সংখ্যাটি আমার কাছে মজুদ আছে। প্রচ্ছদে আলা হযরতের মাজার শরীফের ছবিও আছে এবং উপরে লিখা আছে আলা হযরত বিশেষ সংখ্যা। এ কথাগুলো কেন লিখেছেন? এগুলো আলা হযরতের পক্ষে লিখেছেন, না বিপক্ষে? আপনারা আলা হযরতকে মানেন, কি মানেন না? আলা হযরতের ফতুয়া মাছয়ালা যদি ভুল হয়ে থাকে তবে আলা হযরতও তো ভুল? (খেদমত, পৃষ্ঠাঃ ২৪)

মাওলানা হাবিবুর রহমান আনওয়ারী রেজবী সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হলো- মাওলানা আব্দুল জলিল সিএসপি সাহেব ও তার সহযোগীরা হাইজ্যেকার, ছিনতাইকারী ও দাঁড়িকাটা পীরের মুরিদ, আলা হযরতের দুশমন ইত্যাদি। অথচ তিনি সারা জীবন আলা হযরতের ঝান্ডা হাতে নিয়ে জিহাদ করেছেন। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ আছে- যে তার ভাইদের জন্য কূপ খুড়ে সে-ই ঐ কূপে পড়ে। মাওঃ আব্দুল জলিল গং রেজাখানীরা সারাজীবন অন্যায়ভাবে হক্কানী বুযুর্গদের উপর অপবাদ আরোপ করেছেন। আমরা মনে করি এটাই তার প্রাপ্য।

বাংলাদেশী কড়া সুন্নিদের প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ‘আনজুমান-এ রহমানিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট’ থেকে মুফতি সৈয়দ অছিউর রহমান সাহেবের লিখিত ‘যুগ জিজ্ঞাসা’ নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বই থেকে খুতবার আযান সম্পর্কে ১টি প্রশ্ন এবং তার জবাব আমরা নিচে পেশ করছি।

সৈয়দ আহমদ রেজা:
ছাত্র, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: খোতবার আযান প্রকৃতপক্ষে মসজিদের ভিতরে না বাইরে? জনৈক মাওলানা এটাকে বাইরে বলেছেন। এ নিয়ে এলাকায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর: খোতবার পূর্বে জুমআর দ্বিতীয় আযান সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। ওই আযান ইমামের সামনা সামনি মসজিদের দরজায়ও দেওয়া যায় এবং মসজিদের ভিতরে মিম্বরের কাছে খতীবের সামনেও দেওয়া যায়। উভয়টা শরিয়ত সমর্থিত। এ সম্পর্কে "ওমাদাতুর রিয়ায়া" হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ও হেদায়াসহ অনেক ফিকহের কিতাবে বর্ণিত আছে, সুতরাং যেখানে যেভাবে প্রচলন আছে সেভাবে আমল করা উচিত, যাতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি না হয়। নির্ভযোগ্য প্রামাণ্য কিতাবসমূহে উভয় পন্থায় জুমুআর দ্বিতীয় আযান দেওয়ার বিবরণ রয়েছে। নির্ভযোগ্য হাদিস ও ফিকহের কিতাবসমূহে উভয় পদ্ধতি ও আমল লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান বিশ্বেও জুমুআর নামাযে খোতবার আযান উভয় নিয়মে দেয়ার প্রচলন দেখা যায়। হারামাইন শরীফাইনসহ আরব বিশ্বের প্রায় মসজিদে খুতবার আযান খতিবের সামনে মসজিদের দরওয়াজায় এবং উপমহাদেশে প্রায় মসজিদে খতিবের সামনে মিম্বরের কাছে দেওয়ার রেওয়াজ চালু আছে। তবে জুমার দ্বিতীয় আযান খতিবের সামনে মিম্বরের কাছে দেয়ার বিধান ও আমল যুগযুগ ধরে চলে আসছে, যাকে বিভিন্ন ফেকহের কিতাবে جري به التواوارث হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে এ নিয়মে চলে আসছে। توارث সম্পর্কে ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে المتوارث لا يكون مكروها অর্থাৎ যা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত তা ‘মকরূহ হতে পারে না। আরো উল্লেখ করা হয়েছে وكذالك تقول في الاذان بين يدي الخطيب فيكون بدعة حسنة اذ مارأه المئومنون حسنا فهو عند الله حسن অর্থাৎ সেভাবেই তুমি বলবে খতিবের সামনে প্রদত্ত আযান সম্পর্কেও। সুতরাং তা বেদআতে হাসানা। কেননা মুমিনগণ যে বস্তুকে ভালো হিসেবে জানে তা আল্লাহর কাছেও ভালো। অতএব হাজার বছরের চেয়ে আরো অধিককাল থেকে আপন আপন যুগের ফোকাহায়ে কেরাম ও মুমিনগণ যখন এটাকে আমলে পরিণত করেছে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে এটা আল্লাহর কাছে ভাল। আর এটা চিরসত্য ও স্বীকৃত যে, ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ফতোয়ায়ে শামীর লেখক) ও ইমাম মরগিনানী (হেদায়া গ্রন্থের লেখক) তাদের পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ও ফকিহগণের চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞ ও ফিকহ, ফতোয়া সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং এ মাসআলা নিয়ে অহেতুক বিতর্কে না জড়ানো উচিত। (হেদায়া, শরহে বেকায়া, ওমদাতুর রেয়ায়া ও রদ্দুল মুখতার ইত্যাদি), (যুগ জিজ্ঞাসা; পৃষ্ঠা: ২০৬)

যুগ জিজ্ঞাসা বইয়ে বর্ণিত উপরোক্ত ফতওয়া থেকে যা প্রমাণিত হলো–
জুমুআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতর তথা মিম্বরের সামনে এবং দরজায় উভয়ভাবে দেয়া বৈধ হলেও মিম্বরের সামনে দেওয়ার নিয়ম তাওয়ারুছান অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের মধ্যে চলে আসছে। যে আমল যুগ যুগ থেকে মুসলমানদের মধ্যে আসছে সে আমলকে তাওয়ারুছ বা تعامل الناس বলা হয়। আর تعامل الناس পরোক্ষভাবে ইজমার মর্যাদা রাখে। যেমন- হানাফী মাযহাবে উসূলে ফিকহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব নূরুল আনওয়ারে বলা হয়েছে-تعامل الناس ملحق بالاجماع
অর্থ: তা'আমুলুন নাছ তথা মুসলমানদের মধ্যে যুগ যুগ থেকে চলে আসা আমল ইজমার অন্তর্গত। (নুরুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা: ৭)
শামী কিতাবে আছেواما تعامل الناس فتابع للاجماع
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা' কিতাবে আমলে মুখতাওয়ারেসা এর গুরুত্ব সম্পর্কে লেখেন।اتفاق سلف وتوارث ايشان اصل

عظیم لست در فقه– ج– ۳ص ۸۵
-ফিকহ শাস্ত্রে সলফের ঐক্যমত এবং তাওয়ারুস একটি মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃত। (এযালাতুল খাফা, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৮৫)
যে আমল সম্পর্কে মুসলমানদের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে সে ইজমার বিপরীত আমল করা নি:সন্দেহে গোমরাহী।
রহমানিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত 'যুগ-জিজ্ঞাসা' বইয়ে প্রদত্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, জুমআর দ্বিতীয় আযান মিম্বরের সামনে দেওয়ার ব্যাপারে তাওয়ারুস সাব্যস্থ হয়েছে। আর ফিকহের দৃষ্টিতে তাওয়ারুছ ইজমার অন্তর্গত। সুতরাং ইজমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন আমলে বিপরীত করা ইজমাকে অস্বীকার করারই নামান্তর।
উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসা মসজিদসহ তাদের অনুসারী প্রায় সকল মসজিদে জুমআর দ্বিতীয় আযান মিম্বরের সম্মুখে হয়, যার প্রমাণ আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।
জুমআর দ্বিতীয় আযান সম্পর্কে রেজাখানীরা আবূ দাউদ শরীফের যে হাদীস নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন আল্লামা মুহাম্মদ আলী নিমাওয়ী (মৃত ১৩২২ হিজরী) 'আসারুস সুনান' কিতাবে সে হাদীস সম্পর্কে টিকা লিখেছেন। রেজাখানীদের অবগতির জন্য 'আসারুস সুনান' কিতাবে আল্লামা নিমাওয়ী যা লিখেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো।
باب التأذين عند الخطبة علي باب المسجد
٩٣٢– عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا جلس علي المنبر يوم الجمعة علي باب المسجد وأبي بكر وعمر رضي الله عنه رواه ابو داود. قال النيموي: "علي باب المسجد" غير محفوظ.

قوله: غير محفوظ قلت : تفرد به محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد، وخالفه غير واحد من اصحاب الزهري يونس وعقيل الماجشون عند البخاري وغيره، وابن ابي داود وابن ماجة، وصالح وسليمان التيمي عند النسائي، كلهم عن الزهري عن السائب بن يزيد بدون هذه اللفظة، وقد رواه محمد بن اسحاق ايضا عن الزهري بدون هذه اللفظ في رواية عند احمد بلفظ قال: كان بلال يئوذن اذا جلس رسول الله صلي الله عليه وسلم علي المنبر يوم الجمعة ويقيم اذا نزل ولأبي بكر وعمر رضي الله عنه حتي كان عثمان رضي الله عنه.

قلت: وقوله: "علي باب المسجد" يعارضه ما في حديث ابن اسحاق من قوله: "كان يئوذن بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم" لأن التاذين عند الخطبة لو كان علي باب المسجد لم يكن لين يديه صلي الله عليه اذ لا يقال: بين يديه، لشسئ كان من وراء الصفوف، فتين أن حديث ابن اسحاق في التاذين عند الخطبة علي باب المسجد ليس مما تقوم به الحجة.

قوله: فأذا نزل اقام: قلت: هذا يدل علي أن بلالا كان يئوذن يوم الجمعة عند النبي صلي الله عليه وسلم في داخل المسجد لا علي بابه، لأنه كان يقيم أذا نزل النبي صلي الله عليه وسلم عن المنبر، فلو كان يئوذن علي باب المسجد ثم يدخل في الصف الأول للاقامة لزمه التخطي، وهو منهي عنه، فدل علي أن التأذين عند الخطبة والاقامة عند النزول كان محلهما واحدل، ومحل الاقامة عند الامام فكذلك التاذين عند الخطبة محله عند الامام، وبذالك جري التوارث علي ما قاله صاحب الهداية.

قلت: فبطل بذلك قول من زعم أن التاذين عند الخطبة في المسجد بدعة.

(আসারুস সুনান, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী আন নিমাওয়ী)

আল্লামা নিমাওয়ীর উপরোক্ত বক্তব্যের সারকথা হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের সনদে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত মসজিদের দরজায় আযান দেয়ার বর্ণনা সংক্রান্ত হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

১। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর উক্ত বর্ণনায় দরজায় আযান দেওয়ার কথা থাকলেও তার থেকে ইমাম আহমদ (র.) যে বর্ণনা এনেছেন তাতে দরজায় আযান দেয়ার কথা (علي باب المسجد) নেই। তাছাড়া ইমাম যুহরী (র.)-এর অন্য শাগরিদ, ইউনুস, উকায়ল, মাজশুন প্রমূখের বর্ণনায়ও উক্ত শব্দ (علي باب المسجد নেই।) সুতরাং এ হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণিত হাদীসের উক্ত অংশ (علي باب المسجد) এ হাদীসের অন্য অংশের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, হাদীসটির মধ্যে আছে, জুমআর দিন রাসূল (সা.) মিম্বরে যখন তাশরীফ রাখতেন তখন তাঁর সামনে আযান দেয়া হতো। যদি খুতবার সময় মসজিদের দরজায় আযান দেয়া হয়, তাহলে সেটা আল্লাহর রাসূলের সামনে হবার কথা নয়। অর্থাৎ একই সাথে রাসূলুল্লাহর (সা.) এর সামনে ও দরজায়

আযান দেয়া সম্ভব নয়। যেহেতু হাদীসের দুটি অংশ পরস্পর সাংঘর্ষিক সেহেতু উক্ত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।
তাছাড়া "রাসূল (সা.) যখন মিম্বর থেকে নামতেন তখন বেলাল (রা.) ইকামত দিতেন" অন্য হাদীসের এ ভাষ্যও উক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ হাদীস শরীফে আছে, হযরত বেলাল (রা.) জুমাআর দিন নবী করিম (সা.) এর নিকটে মসজিদের ভিতরে আযান দিতেন, দরজায় নয়। আবার রাসূল (সা.) মিম্বর থেকে নামলে তিনি ইকামত দিতেন। যদি তিনি দরজায় আযান দেন অত:পর ইকামতের জন্য প্রথম সারিতে প্রবেশ করেন তাহলে সারির মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ এটা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আযান ও ইকামত দু'স্থানে নয় বরং একস্থানে হতো। আর ইকামত তো ইমামের সামনেই দিতে হয়। সুতরাং আযানও ইমামের সামনেই দিতে হয়। আর যুগ যুগ ধরে এ আমলই চলে আসছে।
খেদমত পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওঃ হাবিবুর রহমান আনওয়ারী সাহেব, মাওঃ আ: জলিল সিএসপি সাহেবের সুন্নিবার্তা পত্রিকায় বর্ণিত আলমগীরী কিতাব থেকে জুমুয়ার নামাজের ছানী আজান সম্পর্কে প্রদত্ত ফতোয়ার বিপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাদশা আলমগীরের নগ্ন সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- ফতুয়ায়ে আলমগীরী ৭০০ মুফতী দ্বারা একমাত্র নির্ভরযোগ্য ফতুয়ার কিতাব সুতরাং আলমগীরীর উপরই আমল করতে হবে? একমাত্র আলমগীরীই নির্ভরযোগ্য ফতুয়ার কিতাব? দুনিয়াতে আর কোন নির্ভরযোগ্য ফতুয়ার কিতাব নেই? আলমগীরী লিখেছেন আওরঙ্গজেব বাদশাহর ভাড়াটিয়া মৌলভীগণ টাকার বিনিময়ে। আলমগীরী যদি এত নির্ভরযোগ্য হতে পারে যে আলমগীরীই মানতে হবে, তবে আশেকে রাসূল আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহে আলাইহে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে যে ফতুয়ায়ে রেজভীয়া লিখেছেন সে ফতুয়ায়ে রেজভীয়া ছহী বা নির্ভরযোগ্য নয়? আপনারা আলা হযরতের কনফারেন্স করেন। ফতুয়ায়ে রেজভীয়া বিশ্বাস করেন না কেন? তা হলে আপনারা আলা হযরতকে কি সম্পূর্ণরূপে মানেন না? যেখান দিয়ে আপনাদের সুবিধা সেখানে দিয়ে মানেন। যেখান দিয়ে সুবিধা কম, সেখান দিয়ে অমান্য করেন। তাহলে আপনারা কি সুবিধাবাদী নন? আলা হযরত কি একটি পোকড়া বেগুনের মত? যেখান দিয়ে ভালো খাবেন, আর যেখান দিয়ে পোকড়া কেটে ফেলে দিবেন? (খেদমত পত্রিকা, পৃষ্ঠা: ৪০)
প্রকাশ থাকে যে, সকল নির্ভরযোগ্য ইসলামের ইতিহাসে বাদশাহ আলমগীরকে ধার্মিক খোদাভীরু এবং মুঘল সম্রাটদের মধ্যে উপযুক্ত বলা হয়েছে। যে কারণে হিন্দুরা বাদশাহ আকবরের প্রশংসা করে। পক্ষান্তরে আলমগীরের সমালোচনা করে। বাদশাহ আলমগীর যে পাচশঁত অথবা সাতশত ভারত বিখ্যাত হানাফী আলিমগণের দ্বারা ফতোয়ায়ে আলমগীরী লিখাইয়াছেন তাদের পৃষ্টপোষক ছিলেন শাহ আং রহিম দেহলভী (র.)। আর্শ্চযজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশী কড়া সুন্নীদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ। উক্ত ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগ জিজ্ঞাসা নামে একটি বই ছাপানো হয়েছে। উক্ত বইয়ে বাদশাহ মুহিউদ্দিন আওরঙ্গজেব (র:) কে ইমাম ও বার শতাব্দীর মুজাদ্দীদ লেখা হয়েছে। নিম্নে যুগ জিজ্ঞাসা বইয়ের বক্তব্য পেশ করা হলো।

হিজরি ১২দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদঃ

ইমাম মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ১০২৮ হিজরি, ওফাত ১১১৭ হিজরি। তিনি ধর্মত্যাগী ও খোদাদ্রোহী বাতিল অপশক্তির মোকাবেলায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। (যুগ জিজ্ঞাসা, পৃষ্ঠাঃ ৬০)

আহমদ রেজা খান সাহেবের "ফতোয়ায়ে রেজভিয়া" যদি এতো নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে রেজাখানীদের হেকিমুল উম্মত মুফতী আমজদ আলী 'বাহারে শরীয়ত' নামে যে ফতোয়ার কিতাবটি লিখেছেন, সে কিতাবে ফতোয়ায়ে রেজভিয়া থেকে হাতে গোনা কয়েকটি মাসলা ছাড়া অন্য কোন ফতোয়া গ্রহণ করলেন না কেন? মুফতি আমজদ আলী সাহেব আলমগীরীর ফতোয়া দিয়ে তাঁর কিতাব ভরপুর করে রেখেছেন। বাদশাহ আলমগীর (র.) ও ফতোয়ায়ে আলমগীরীর লিখক মন্ডলী সম্পর্কে আনওয়ারী রেজভীর বানোয়াট কথাবার্তা থেকে বিরত হওয়া উচিত।

পাঠক: লক্ষ্য করুন, রেজাখানী একদল আলেমের বিপক্ষে একটি ফতওয়া 'ফতওয়ায়ে আলমগীরিতে' থাকায় তারা তাদের বিপক্ষকে গায়েল করতে বাদশাহ আলমগীরসহ ৭০০ নির্ভরযোগ্য আলেমকে ভাড়াটিয়া অপবাদ দিতে নিধাবোধ করেনি এবং বাড়াবাড়ী আরেকটি নমুনা হচ্ছে, পৃথিবীতে যত ফতওয়ার কিতাব লিখা হয়েছে, সে গুলোর কোনো মুসান্নিফই রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করে লিখেছেন এমনটি দাবী করেন নি। কিন্তু রেজাখানীরা আহমদ রেজা সাহেবের অতিরিঞ্জিত তারিফ করতে গিয়ে তাকে সিদরাতুল মুনতাহা পার করে নবী রাসূলগণের আসনে বসানো অপচেষ্টায় লিপ্ত বলে মনে হয়।

উল্লেখ্য; হবিবুর রহমান আনোয়ারী সাহেবের খেদমত পত্রিকার মূল কপি আমাদের সংগ্রহে রয়েছে।

হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে ওয়াহাবী বানানোর লাভ-ক্ষতি

শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেবের জীবনী পাঠ করলে জানা যায় যে, তিনি ১৯৬৭-৬৮ ইংরেজিতে ছারছীনা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যায়ন করে কামিল পাশ করেছেন। ছারছীনা মাদরাসার সকল উস্তাদ এবং ছাত্রবৃন্দ সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর অনুসারী। ছারছীনা থেকে ফারিগ হয়ে ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর পক্ষে লেখা-লেখি এবং বক্তব্য প্রদান করে ভালো একটা অবস্থান করে নিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সনে 'খারেজীদের ইতিকথা' নামে যে বইটি লিখেছিলেন সে বইটি পড়লে বুঝা যায় তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর একজন ভক্ত ও অনুসারী। এ ব্যাপারে তার বক্তব্যটি নিম্নরুপ:

'উপরন্ত শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.)-এর খলিফা সৈয়দ আহমদ বেরভলী (র.)-এর মত একজন সুন্নি আকীদায় বিশ্বাসী পীর ছাহেবকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে বয়ান করিয়া বাংলার সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৈয়দ আহমদ বেরলভী সুন্নি ছিলেন এবং মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী ওহাবী ছিলেন'। (খারেজীদের ইতিকথা -পৃষ্ঠা-২৬)

সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-এর অনুসারীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হওয়ার কারনে কোন মুসলমানকে কাফের-মুশরিক ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারে

অত্যান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। পক্ষান্তরে আহমদ রেজাখান সাহেবের অনুসারীগণ কাফের ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারে স্বাধীন। শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী মুজাদ্দিদ হওয়ার লোভে এলোপাতাড়ি কাফের ফতওয়া দেয়ার উদ্দেশ্যে আহমদ রেজাখানের চরনে তাকে সপোর্দ করেন। শেখ সিরাজনগরী বিগত কয়েক বছর থেকে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে ওহাবী বানানোর জন্য তার সামর্থ অনুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যদি তিনি তাকে ওহাবী বানাতে সক্ষম হন তবে তাকে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

(ক) আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া হলো ওহাবীরা কাফের। তাদের কাছে পড়াশুনা করা হারাম। এমনকি কথাবার্তা বলা, উঠাবসা করা , তাদের কাছ থেকে কোরআন হাদীসের সনদ লাভ করাও হারাম।

(খ) তাদেরকে মুসলমান স্বীকার করলে নিজেই কাফের হবে।

(গ) তাদের কাছে মুরীদ হলে ঈমান থাকবে না।

আলা হযরত আহমদ রেজা খান সাহেব দেওবন্দী উলামায়ে কেরামকে জঘন্য ওয়াহাবী মনে করেন। প্রমাণস্বরূপ আলা হযরত আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়ায়ে রেজভিয়া থেকে কয়েকটি ফতওয়া তুলে ধরা হলো:-

১.তাদের (দেওবন্দীদের) সাথে মেলামেশা করা হারাম। তাদেরকে সালাম করা ও কথা বলা হারাম। তাদের অসুস্থ ব্যাক্তিকে দেখতে যাওয়া হারাম। মারা গেলে তাদেরকে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী দাফন-কাফন করা হারাম। তাদের জানাযা বহন করা এবং নামায পড়াও হারাম। মুসলমানদের কবর স্থানে তাদের দাফন করা হারাম এবং তাদের কবরের পাশে যাওয়াও হারাম।(ফতওয়ায়ে রেজবিয়া ৬ষ্ট খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০)

২.যদি ওয়াহাবীদেরকে দিয়ে বিবাহ পড়ানো হয় তাহলে সে বিবাহ শুদ্ধ হবে না, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে ও নতুন করে মুসলমান হতে হবে এবং তাজদিদে নিকাহ করতেই হবে।(ফতওয়ায়ে রেজবিয়া ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৯)

উল্লেখ্য; করিম সাহেব ১৯৬৮ ইং পর্যন্ত ছারছীনার (তার দৃষ্টিতে) ওহাবী আলীমদের কাছে লেখা-পড়া করে সনদ লাভ করেছেন। তিনি যখন ছারছীনায় লেখা পড়া করেছেন তখন হাদীসের সবচেয়ে যোগ্য উস্তাদ ছিলেন নিয়াজ মাখদুম খোত্তানী র. (দেওবন্দী)।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরীর মা-বাবা দুজনই জৈনপুরী সিলসিলার একজন বুযুর্গ ফেনীর মুহিব্বুর রহমান ছাহেব (র.)-এর মুরীদ ছিলেন। ফেনীর ছাহেব (র.) ছিলেন বদরপুরী (র.)-এর মুরীদ ও খলিফা। এখন করিম সাহেবের মা-বাবার কি অবস্থা হবে?

তিনি নিজেও ১৯৭৮ ইং এর পূর্বে যখন বিবাহ করেন তখনো সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.)-এর ভক্ত অনুসারী ছিলেন। যার প্রমাণ হলো ১৯৭৮ ইংরেজিতে লিখা তার বইটি। নিশ্চয় তার বিবাহে দেওবন্দী অথবা জৈনপুরী সিলসিলার কেউ সাক্ষী ছিলেন। অথচ আলা হযরত লিখেছেন ওহাবীদের সাক্ষীতে বিবাহ সংঘটিত হয় না। নিম্নে ফতওয়াটি তুলে ধরা হলো-

مسلمان عورت کے نکاح میں گواہ اگر بدمذہب بھی ہوں مثلاً تفضیلی جب بھی نکاح میں خلل نہیں ہاں سب گواہ ایسے بدمذہب ہوئے جن کی ضلالت کفر وارتداد کو پہنچی ہوئی ہے جیسے وہابی رافضی دیوبندی نیچری غیط مقلد قادیانی چکڑالوی تو البتہ نکاح نہ ہوگا کہ زن مسلمہ کے نکاح میں وہ مسلمان گواہ شرط ہیں اور اگر مسلمان کسی کتابیہ کافرہ سے نکاح کرے وہاں دو مسلمان گواہ شرط ہیں۔

-মুসলমান মহিলার বিবাহে সাক্ষী যদি ভ্রান্ত কোন মতবাদের হয়, যেমন তফসীলী- তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে সাক্ষী যদি এমন বদ মাযহাবের হন যার ভ্রষ্টতা কুফরী অথবা মুরতাদ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেমন- ওয়াহাবী, রাফিজী, দেওবন্দী, প্রকৃতিবাদী, গায়র মুকাল্লিদ, কাদিয়ানী, চক্রাবলি- এমন হলে নি:সন্দেহে বিবাহ হবে না। কেননা মুসলিম নারীর বিবাহে দু'জন মুসলমান সাক্ষী শর্ত। (ফতওয়ায়ে আফরিকা, পৃষ্ঠাঃ ৫৫)

মোটকথাঃ যদি তার মা-বাবাকে বাঁচাতে চান এবং তার শাদী মুবারককে বৈধ প্রমাণ করতে চান ও ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত নিজেকে মুসলমানদের দলে গণ্য করতে চান তবে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ও তার অনুসারীদের ওয়াহাবী বলতে পারবেন না। আমাদের অনুরোধ তার মা-বাবাকে বাঁচাতে চাইলে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.)-এর উপর আনীত ওয়াহাবী অপবাদ প্রত্যাহার করুন।

শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী লিখিত 'খারেজীদের ইতিকথা' বইয়ে সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) ও তার অনুসারী দরবারসমূহ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো- উপরন্তু শাহ আং আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.)'র খলিফা সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.)'র মত একজন ছুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী পীর ছাহেবকে মুহাম্মদ ইবনে আং ওহাব নজদীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে বয়ান করিয়া বংলার বাংলার ছুন্নী মুছলমানদের মধ্যে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) ছুন্নী ছিলেন এবং মৌলবী ইছমাঈল দেহলভী ওহাবী ছিলেন, উহার সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিতে হইলে আমার লিখিত ''মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা'' নামীয় পুস্তকখানা পাঠ করুন।

''সুন্নত ও বিদয়াত'' নামক পুস্তকের ভিতরে মৌলবী আং রহিম ছাহেব কতগুলি মনগড়া ফতওয়া জারী করিয়া ছাহাবায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম তথা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক বানাইয়াছেন। এমনকি তাহার ফতওয়া রাসুলে পাককেও মু'মিন হিসাবে রাখে নাই। (নাউজুবিল্লাহ) (খারেজীদের ইতিকথা, পৃষ্ঠা- ২৬)

উক্ত বইয়ের ৩১ পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন- 'উপরোক্ত চারি তরিকার অনুসারী, পীর-মুরিদীতে বিশ্বাসী বিশ্বে সকল ছুন্নী মসলমানই রহিয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ- ফুরফুরা শরীফ, কচুয়া, সুনাকান্দা, আড়াইবাড়ী, জৌনপুর, ঢাকার কাযেটুলী, বাজুকা, নারায়নগঞ্জের খানকায়ে মুজাদ্দেদিয়া, বদরপুরের ছাহেব কেবলার খানকা সমুলই ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দরবারসমূহ রহিয়াছে।

মৌলবী আং রহিম ছাহেবের ফতওয়া ''মুছলিম সমাজে চলেছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশরেকী প্রতিষ্ঠান'' অর্থ- ওহাবীপন্থী মাওঃ মওদুদী, মৌলবী আং রহিম ও তাহাদের দল ছাড়া অন্যান্য সকল ছুন্নী মুছলমানই মুশরিক। নাউজুবিল্লাহ।

এখন আপনারাই চিন্তা করুন, ওহাবীদের গোড়া অনুসারী মৌলবী আং রহিম ছাহেবের মতে বাংলদেশে মুছলমান কতজন? গোটা কয়েকজনই হইবেন।
বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে মৌলবী আং রহিম ছাহেবের ভ্রান্ত আক্বীদার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এখানেই শেষ করিলাম। শেখ মোং আব্দুল করিম, সেক্রেটারী- আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সিলেট জেলা।' (খারেজীদের ইতিকথা, পৃষ্ঠা- ৩১)

নিম্নে আব্দুল করিম সিরাজনগরীর 'খারেজীদের ইতিকথা' বইয়ের সংশ্লিষ্ট দু'টি পৃষ্ঠার স্ক্যান কপি প্রদান করা হল।

খারেজীদের ইতিকথা (২৯)

"মিন.হাজ" এই দুইখানা বই পাঠ করিলে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচারে আদা জল খাইয়া লাগিয়াছেন।

তাহার লিখিত "সুন্না জামেয়ার আকীদা" এর (২য় সংস্করণ ১৯৬৯ ইং) ১৪০-পৃষ্ঠা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন, তিনি সুন্নী মুসলমানকে (অর্থাৎ বাতেল দল সমূহ বিশেষ করিয়া ওহাবী দলের ভ্রান্ত মতবাদকে যাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করতঃ মুসলমানগণকে সঠিক ও সরল পথের দিশারী বানাইয়াছেন। তাহাদিগকে) মৌলবী আং রহিম ছাহেব বিদআতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া মুহাম্মদ ইবনে আঃ ওহাব নজদীর পূর্ণ সমর্থন দিয়াছেন।

উপরন্তু শাহ. আঃ আজিজ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রঃ)র খলিফা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ)র মত একজন সুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী পীর ছাহেবকে মুহাম্মদ ইবনে আঃ ওহাব নজদীর সাথে সংযুক্ত ভাবে বয়ান করিয়া বাংলার সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রঃ) সুন্নী ছিলেন এবং মৌলবী ইসমাইল দেহলভী ওহাবী ছিলেন, উভয়ের সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানিতে চাহিলে আমার লিখিত "[illegible]" নামীয় পুস্তক খানা পাঠ করুন।

"সুন্নত ও বিদআত" নামক পুস্তকে লিখকে মৌলবী আঃ রহিম ছাহেব কতগুলি মনগড়া কথা জারী করিয়া [illegible] ছাড়া বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে মুশরিক বানাইয়াছেন, এমনকি তাহার [illegible] ও মু'মিন হিসাবে রাখে নাই। (নাউযুবিল্লাহ)

খারেজীদের ইতিকথা (৩০)

সত্যতার মুসলমান প্রমাণ।

উপরোক্ত চারি তরিকার অনুসারী, পীর, মুরিদীতে বিশ্বাসী [illegible] সকল সুন্নী মুসলমানই রহিয়াছেন।

উদাহরণ স্বরূপ :—

ফুরফুরা শরীফ, শর্ষিনা শরীফ, কাটুয়া, সুনাকান্দা, আড়াইবাড়ী, জৌনপুর, ঢাকার আলেমটুলী, [illegible], [illegible] খানকা ও [illegible], বদরপুরের ছাহেবের কেবলার খানকা সমূহ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য দরবার সমূহ রহিয়াছে।

মৌলবী আং রহিম ছাহেবের মত.ওয়া "মুসলিম সমাজে চলেছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশ.রেকী প্রতিষ্ঠান" অর্থ— ওহাবী [illegible] মওদূদী, মৌলবী আং রহিম ও তাহাদের দল ছাড়া আমাদের সকল সুন্নী মুসলমানই মুশ.রিক। নাউযুবিল্লাহ,

এখন আপনারাই চিন্তা করুন, ওহাবীদের গোড়া অনুসারী মৌলবী আং রহিম ছাহেবের মতে বাংলা দেশে মুসলমান কত জন? [illegible] কয়েক জনই হইবেন।

বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে মৌলবী আং রহিম ছাহেবের [illegible] আকীদার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া এখানেই শেষ [illegible] প্রয়োজন বোধে বিস্তারিত লিখিব, বাকী খোদার মর্জি।

শেখ মোং আব্দুল করিম
সেক্রেটারী— আহ.লে সুন্নত ওয়াল জামাত,
সিলেট জিলা।

শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী সাহেবের উপরোল্লেখিত বক্তব্য পাঠ করলে বুঝা যায় তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে সুন্নি আকিদায় বিশ্বাসী পীর সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপ জৈনপুরী, বদরপুরী খানকাগুলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খানকা সাব্যস্ত করেছেন। পরবর্তিতে তিনি তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারন তালাশ করলে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। হুসাইন (রা.) শাহাদতের কয়েক বৎসর পর মুখতার সক্বফী নামক এক ব্যক্তি তার মুনাফিকি গোপন করে আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর হাতে বাইয়াত হয়। আহলে বাইয়াতের প্রতি মজলুম শহীদগণের প্রতিশোধ নেয়ার কারনে ভালো একটি অবস্থান করে নেয়। অতপর সে একটি বিদআত আবিস্কার করে। বিদআতটি হলো- সে আলী (রা.)-এর জন্য একটি খাট স্থাপন করে। এরপর তার কাছে ওহী আসার দাবী করে। ইবনে জুবায়ের (রা.)-এর ভাই তাকে হত্যা করেন। শেখ আব্দুল করীম সাহেব ১৯৭৮ ইং পর যখন রেজাখানী হয়ে গেলেন। তখন তিনি ও তার পীর সভা-সেমিনারে রাসূলে পাক (সা.)-এর জন্য একটি চেয়ার রাখতে আরম্ভ করেন। হবিগঞ্জ ও করীম শেখের এলাকার সকল লোকের এটা জানা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৃষ্টিতথ্য সম্পর্কে কড়া সুন্নীদের পরস্পর বিরুধী বক্তব্য:

কড়া সুন্নী খ্যাত কিছুসংখ্যক রেজাখানী ইসলামের সঠিক আকীদা থেকে সরে গিয়ে ভ্রান্ত আকীদা প্রচারের উদ্দেশ্যে বলে থাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর যাতি নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিবরীলে আমীন নবীগণের নিকট যেভাবে মানুষের আকৃতিতে আসেন, তদ্রুপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে মানুষের আকৃতিতে এসেছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষ নন। অথচ তাদের এরূপ ভ্রান্ত আকীদার বিপরীতে তাদেরই ইমাম আলা হযরত আহমদ রেজা খান সাহেব 'ফতওয়ায়ে আফরিকা' নামক কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মুবারক রওদ্বা শরীফের পবিত্র মাটি থেকে সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রমাণাদিসহ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। উক্ত কিতাবের একটি ফতওয়ার শিরোনাম দিয়েছেন-**'যার দেহ যেখানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি সেখানেই তার কবর হয়।'** অপর একটি শিরোনাম দিয়েছেন **'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ সেই পাক মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে সে মাটি দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)কেও সৃষ্টি করা হয়েছে।**

এ আলোচনায় তিনি সুরা 'ত্বা-হা'র আয়াতসহ বেশ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত হাদীসটিও রয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- প্রতিটি প্রতিটি শিশুর নাবীতে তার কবরের মাটি শামিল থাকে। আর আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি এবং (মৃত্যুর পর আমরা) সেই মাটিতেই কবরস্থ হব।

'ফতওয়ায়ে আফরিকা' থেকে এতদসংশ্লিষ্ট ফতওয়াটি নিম্নে প্রদত্ব হল-

مسلمان عورت کے نکاح میں گواہ اگر بدمذہب بھی ہوں مثلاً تفضیلی جب بھی نکاح میں خلل نہیں ہاں سب گواہ ایسے بدمذہب ہوئے جن کی ضلالت کفر وارتداد کو پہنچی ہوئی ہے جیسے وہابی رافضی دیوبندی نیچری غیط مقلد قادیانی چکڑالوی تو البتہ نکاح نہ ہوگا کہ زن مسلمہ کے نکاح میں وہ مسلمان گواہ شرط ہیں اور اگر مسلمان کسی کتابیہ کافرہ سے نکاح کرے وہاں دو مسلمان گواہ شرط ہیں۔

-'আল-মুস্তাফাক ওয়াল-মুফতারাক' কিতাবে আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- প্রতিটি শিশুর নাভীতে তার কবরের মাটি শামিল থাকে যে মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি এবং (মৃত্যুর পর আমরা) সেই মাটিতেই কবরস্থ হব। (ফতওয়ায়ে আফরিকা, পৃষ্ঠা: ৮২)

আহমদ রেজা খান সাহেব উক্ত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়কে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন।